মীম, সিদ্দিক জামা
বয়রা, খুলনা।

সংস্কৃতির স্বরূপ

সংস্কৃতির স্বরূপ

মীম

ব

ফারুক মাহমুদ

অক্টোবর, ১৯৬৯

মূল্য পনেরো পয়সা

সংস্কৃতির স্বরূপ

মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে মন, মগজ ও দেহের বিভিন্নমুখী কর্মধারার মাধ্যমে মানব-সত্তার বিভিন্ন বৃত্তি-প্রবৃত্তি ও গুণাবলীর বহিঃ-প্রকাশিত রূপ-সমষ্টির নাম সংস্কৃতি। হাঁটা-চলা, কথাবলা, ব্যবহারিক জীবনের স্বাভাবিক চাল-চলন থেকে শুরু করে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, কারুকার্য, স্থাপত্য সব কিছুই এর আওতায় পড়ে। তবে এ বস্তুগুলো সংস্কৃতির আওতায় এলেও এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ আঙ্গিক বা কাঠামো সংস্কৃতি নয়—সেগুলো হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন কলা; এবং এ সব কলার মাধ্যমে জীবনের যে মূল্যবোধ ও উপলব্ধিগুলোর প্রকাশ ঘটে, সেগুলোই হচ্ছে সংস্কৃতি।

সমতল ও নদী-মাতৃক উদার আকাশ মুক্ত বাতাসের পরিবেশে, প্রকৃতির দান যেখানে অপ্রমেয়—স্বল্প শ্রমেই প্রয়োজনাতিরিক্ত উপজীব্য মেলে—সে অঞ্চলের লোকেরা স্বভাবতঃই হয় শ্রম-কাতর, কল্পনা-প্রবণ, ভাবালু—তাদের মনে থাকে সতত প্রকৃতি-নির্ভরতা; আর্দ্র আবহাওয়ার প্রভাবে তাদের শারীরিক কাঠামো হয় নরম-পেলব। পক্ষান্তরে পর্বত-সংকুল অনুর্বর মরু-মালভূমিতে, প্রকৃতি যেখানে কৃচ্ছ্রবতী, প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে মানুষকে সংগ্রহ করতে হয় আহার্য-পানীয়—সেখানকার

মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই পরিপুষ্টি লাভ করে আত্ম-নির্ভরতা, তারা হয় দুর্ধর্ষ, কঠোর-শ্রমী ও শক্তি-সাধক। এ দুই মানসের অভিব্যক্তি যে সংস্কৃতিতে তাতে বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্য থাকবেই। তাই, পাক-বাংলার নদী ও খালে মাঝি যখন অনুকূল সোঁতে নাও ভাসিয়ে মনের আবেগে গান ধরে, উদার আকাশ, মুক্ত বাতাস আর অনুকূল ভাটির টানের দোলায় দোলায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই তার কণ্ঠে জেগে ওঠে ভাটিয়ালী সুর; উজান গাঙে দাঁড় টেনে টেনে অগ্রসর হবার সময়ে দাঁড়ির কণ্ঠে জাগে সারি গান।/ সীমান্তের চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে যে ঘোড়-সওয়ার শিকারের খোঁজে ছুটে বেড়ায়, অথবা উটের হাওদায় চড়ে সওদা নিয়ে দুলে দুলে এগিয়ে চলে কাফেলার যে সাথী, তার কণ্ঠ থেকে স্বাভাবিকভাবে নিঃসৃত গানের সুরে যে লয়-তাল থাকবে, ভাটিয়ালী বা সারি গান থেকে তা হবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (পাক-বাংলার বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ-নিশিতে কোলা ব্যাঙের কল-সঙ্গীত বিরহী কবির অন্তরে যে ভাবের উদ্রেক করে, বরফাবৃত উপত্যকার তুষার-ঝড়ের-শিকার কোন কবির কাছ থেকে কোন কালেই তা পাওয়া সম্ভব নয়। উজান পানিতে দাঁড় টেনে টেনে ক্লান্ত যে মাঝির নুয়ে পড়া দেহ এ অঞ্চলের শিল্পীর হাতে জীবন্ত হয়ে উঠে, চিরহরিৎ বর্ণমালায় ঘেরা পর্বতাঞ্চলের কোন শিল্পীর তুলিতে তা মিলবে না; পাক-বাংলার নদী-মোহনায় সবুজ ঘাসে-ঘেরা নীল জলরাশির তীর ছুঁয়ে সূর্যোদয়ের যে ছবি এখানকার শিল্পীর আঁচড়ে রক্তিম রেখা ছড়িয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠে, তার দৃশ্য উঁচু পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি মারা বেলা দশটার সূর্যের ছবি থেকে অবশ্যই অন্যরূপ হবে।) সিন্ধুর উটের চামড়ায় নির্মিত রং-বেরং-এর সুরুচি-সম্পন্ন কারু-শিল্প পাক-বাংলায় নির্মাণ হতে পারে না; আর পাক-বাংলার বাঁশ ও বেতের নির্মিত শিল্প-সম্ভার সিন্ধুর কোন লোক-শিল্পীর কাছে আশা করা অন্যায়। পাক-ভারতের সমতল অঞ্চলে মাটি-লাগোয়া ইটের কোঠা-বাড়ী, মাটির দেয়াল-ঘর থাকলেও পাহাড় ও বনাঞ্চলে—ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর উপদ্রবের ভয় সেখানে

প্রবল—সেখানে ঘরের ভিত্ হয়তো অনেক উঁচু, না হয় একেবারে শূন্যে; আবার ভূমিকম্পের দেশ জাপানে পাকা বাড়ীর বদলে কাঠ, পেস্টবোর্ড ও অতিহালে প্লাস্টিকের বাড়ী নির্মাণেরই প্রবণতা অধিক। এমনিভাবে ভৌগোলিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সর্বদাই মানুষকে প্রভাবান্বিত করে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, কারুকার্য ও স্থাপত্য প্রভৃতিতে ভিন্নতর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটায়।

বিক্রমাদিত্যের জমানার শকুন্তলার রচয়িতা কালিদাসের রচনা-শক্তি যতই থাকনা কেন, সারা জীবনের সাধনাতেও তাঁর পক্ষে তারাশংকরের ছোট একটি গল্প 'খাজাঞ্চি বাবু'র কাহিনী ও চরিত্র কল্পনা করা সম্ভব ছিল না—কেননা কালিদাসের কালে কারখানাও ছিল না, সকাল ছ'টায় ভোঁ বাজলে দল বেঁধে শ্রমিকদেরকে সেখানে ছুটতেও হতো না, আর নব্য-শিক্ষিত ম্যানেজারের আধুনিক রুচির চাপে বুড়ো খাজাঞ্চির নাজেহাল হবার কথাও উঠতো না। তেমনি জয়নুল আবেদীনের আঁকা কাঠ-ফাটা রোদে চৌচির হয়ে ফাটা মাঠের প্রান্তে মরা গাছের শুকনো মগডালে ক্ষুধায়-পিপাসায় কাতর-ক্লিষ্ট যে কাকের ছবিটি আমাদের সামনে বিশ্বব্যাপী হাহাকারের রূপ নিয়ে ধরা দেয়, বাংলার বুকে পঞ্চাশের মন্বন্তর করাল ছায়া না ফেললে তা সম্ভব হতো না। ইক্‌বালের "ওঠো দুনিয়ার গরীব-ভুখারে জাগিয়ে দাও, ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও" এবং নজরুলের "জাগো অনশন-বন্দী ওঠরে যত, দুনিয়ার লাঞ্ছিত ভাগ্যহত" এ গান দু'টির মূলে যে এ উপমহাদেশের সাম্প্রতিক ও সমকালীন অর্থ-নৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট অন্যায় ও নিপীড়নের করুণ মর্মবিদারক উপলব্ধি রয়েছে, তা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তেমনি "সেলাম পৃথিবী সেলাম, এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম"—এ গান যার কণ্ঠ থেকে বেরিয়েছে, তার কণ্ঠে "স্বার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে, স্বার্থক জনম মাগো তোমায়

ভালবেসে"—শোনার আশা দুরাশা মাত্র। এর মূলেও রয়েছে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতির প্রভাব। সাবেক কালের রাজা-মহারাজা, শাহ-সুলতান ও আমীর-ওমরাহ্ এবং সাম্প্রতিক যুগের জমিদারদের মনোরঞ্জনের জন্য হেরেমবালা বা বাঈজীরা রক্তে মাতন তোলা যে নৃত্য পরিবেশন করতো তার সাথে হাল জমানার সাধারণ মঞ্চে পরিবেশিত হৃদয়মনে মাতম জাগানো গণ-নৃত্যের যে তফাৎ তা অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিরই সৃষ্টি। সেকালের নৃত্যের তালে তালে শাহজাদার ঘুম ভাঙলে তার চোখের সামনে ভেসে উঠতো ফুলে ফলে সুশোভিত জীবন-রসে টৈ-টম্বুর ভোগ্যা-বসুন্ধরা আর একালে নৃত্য মঞ্চের উপর দিয়ে বয়ে যায় সর্বপ্লাবী বন্যার প্রবাহ—তাতে ধুয়ে নিয়ে যায় কিষাণ বৌ-এর মুখের হাসি, চোখের স্বপ্ন ; ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার বাসর ঘরের ফুল-শয্যা। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা উৎপাদন পদ্ধতি আয়ত্তে আসার ফলে চীনা মাটি ও ধাতব থালা-বাসন ও তৈজস-পত্র স্বল্প-মূল্য ক্রয়সাধ্য বা টেক্‌সই অথবা উৎকৃষ্টতর হওয়ায় পাক-বাংলার এক কালের নিপুণ কারুকার্য খচিত ও সমৃদ্ধ মৃৎ-শিল্প আজ অবলুপ্তির পথে। 'স্টেইনলেস স্টীল'-এর দ্রব্য সম্ভার হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম টেক্‌সই অনেক ধাতব দ্রব্যকেও বাজার থেকে সরিয়ে দেবে—যেমন প্লাস্টিক নির্মিত দ্রব্যের চাপে আজ অনেক দ্রব্যই বাজার থেকে বিদায় নিয়েছে। সেকালের রাজা-বাদশাহদের হাত থেকে অর্থ-সম্পদ একালে এসে জমা হয়েছে পুঁজিপতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে। তাই পিরামিড, আলহাম্রা ও তাজমহলের পরিবর্তে গড়ে উঠছে "স্কাই স্ক্রেপার"—বাহুবলে অর্জিত অর্থের আড়ম্বর প্রকাশ পায় না তা থেকে, উঁকি দেয় বণিক মনের ক্রমবর্ধিষ্ণু মুনাফার (Increasing return) ইঙ্গিত ; নজর সেখানে গায়ে-মাথায় বাকলরূপী আঙ্গিক সৌন্দর্যের দিকে নয়, স্টীল ফ্রেম বুকে জড়ানো সাদাসিদে সৌন্দর্যের দিকেই ঝুঁকে আছে।

ভৌগোলিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতি ও বণ্টন ব্যবস্থার পরেই আসে ঐতিহাসিক প্রভাবের প্রশ্ন। এ ঐতিহ্য অঞ্চলগত, রক্ত-ভিত্তিক কুলগত বা ধর্মীয় একাত্মবোধগত হতে পারে। এদের কোন্‌টি প্রবল হবে বা আদৌ হবে না তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যষ্টি বা সমষ্টি কোন্ ঐতিহ্যের প্রতি কতখানি আনুগত্য রাখে তারই উপর। ভারতীয় হিন্দু সমাজ এবং আংশিক ভাবে বৌদ্ধরাও বৈদিক ও পৌরানিক ভারতের প্রতি অনুগত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্য দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের প্রতি, ইন্দো-নেশিয়ার চীনা সম্প্রদায়ের আনুগত্য রক্ত-ভিত্তিক গোত্রগত; পক্ষান্তরে সারা জাহানের মুসলিম জাতির আনুগত্য ধর্মীয় একাত্মবোধগত—অন্যান্য ঐতিহ্যের ছিঁটেফোঁটা এদের জীবন-স্রোতে এসে মিললেও এ আনুগত্যের প্রাবল্যে সবই তলিয়ে গেছে। ঐতিহ্যের এ ব্যবধানের জন্যই পাক-বাংলার হিন্দু পরিবারগুলোতে ছড়িয়ে রয়েছে রাম-সীতা, ভীষ্ম-দ্রোণ, রাধা-কৃষ্ণ ও বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান; আর মুসলিমদের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে আছে কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকেরাতুল আওলিয়া, ইউসুফ-জোলেখা, শিরি-ফরহাদ, লায়লী-মজনুর নাম; দয়ালু ব্যক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে হিন্দু সাহিত্যিকের কলম দিয়ে বেরিয়ে আসে, "লোকটা দাতা কর্ণ" আর মুসলিম সাহিত্যিক লেখেন "হাতিম দিল"। শিরি-ফরহাদ, লায়লী-মজনু, হাতেম তাঈ-এর সাথে ইসলামের সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও যে অঞ্চলে মুসলিম সভ্যতা বিকাশ লাভ করে তার ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে এরা, আর সে সুবাদেই সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে আছে এদের নাম। এমনিভাবে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে একের কলম থেকে বের হয় "শতকোটি রাক্ষসী যেন প্রলয়ের ডঙ্কা বাজাইয়া মহারবে চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে"; আর অন্যের লেখনী বলে ওঠে:

"যেন সুলেমান নবীর শিকলে
বন্দি বিশাল জীন
ছাতি চাপ্‌ড়ায়ে কেঁদেছিল কাল
সারা রাত সারা রাত।"

এই কারণে এক শিল্পীর তুলিতে যখন প্রেমের মধুর মূরতিরূপে ফুটে ওঠে প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান বাঁশরীধারী কৃষ্ণের কণ্ঠলগ্না মুগ্ধা রাধার ছবি, তখন অন্যের তুলিতে রূপ নেয় রক্ত গোলাপ হাতে ধরে দাঁড়ানো খৈয়ম আর তার বাহু-লগ্না সাকীর হাতে সিরাজী-শরাবের উপ্‌চে পড়া ভৃঙ্গার। কবি কীর্তনের সঙ্গে জারী সারি গানের বিষয়-বস্তুর যে ব্যবধান তা ঐতিহ্য-ভিত্তিক। তা ছাড়া, আধুনিক গানেও পরিকল্প উপমা, অনুপ্রাস ও অলঙ্কার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে ঐতিহ্যের প্রভাব।

পাল তুলে দাও ঝাণ্ডা উড়াও সিন্দবাদ
এলো দুস্তর তরঙ্গ বাধা তিমিরময়ী
কি হবে ব্যর্থ ক্লান্ত রাতের প্রহর গুণে
নতুন সফরে হবে এ কিশতি দিগ্বিজয়ী।

এ ঐতিহ্যবোধের প্রভাবই নৃত্যকলার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে ভারতীয় নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের নৃত্যকালীন অঙ্গ-সজ্জা এবং তার পরিবেশিত 'ভীষ্মের শরশয্যা' 'মহাদেবের স্বপ্নভঙ্গ' প্রভৃতি নৃত্যের মধ্য দিয়ে; আর এ ঐতিহ্যবোধই উদ্বুদ্ধ করেছে পাকিস্তানী নৃত্যশিল্পী মরহুম বুলবুল চৌধুরীকে ভিন্নতর অঙ্গসজ্জায় 'হাফিজের স্বপ্ন' 'জাহানারার প্রতীক্ষা' প্রভৃতি নৃত্য পরিবেশন করতে।

/ ভৌগোলিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতি ও বণ্টন ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যের প্রভাব সংস্কৃতির বহিরাবরণকে আচ্ছন্ন করে রাখলেও মানব-মনের গহনে স্থিত বিশ্বাসের সর্বপ্লাবী আলোকচ্ছটা স্থান-কাল নিরপেক্ষভাবে সর্বাবস্থায়ই তার মধ্যে প্রকাশমান থাকে। কেননা

সংস্কৃতির ওপর মানব-মনের প্রভাব অপরিহার্য এবং বিশ্বাস বিহীন মানব-মনের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। কেউবা বিশ্বাস করেন, সৃষ্টির পশ্চাতে স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে, কারো বিশ্বাস, সৃষ্টি স্বয়ম্ভু—স্রষ্টা নাই। আবার অন্য কেউ বিশ্বাস করেন, আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, স্রষ্টার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব আমাদের ধারণার বাইরে; সুতরাং যা প্রত্যক্ষ করি তা-ই সত্য। তেমনি কারো বিশ্বাস, ব্যক্তি সমাজের অংশ; তাই সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তিকে ধ্বংস করা অন্যায় নয়—ন্যায়-সঙ্গত। কেউ বিশ্বাস করেন, ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ এবং ব্যক্তির প্রয়োজনে সমাজ; সুতরাং সমাজকে ধ্বংস করেও প্রয়োজন বোধে ব্যক্তি-সত্তার বিকাশের অধিকার থাকা উচিত। কেউ বা এ দু'য়ের মধ্য পন্থায় বিশ্বাস করতে পারেন। আবার অন্য কেউ আপাত প্রয়োজন তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে মনে করতে পারেন যে, 'নগদ যা পাও হাত পেতে লও, বাকীর খাতা শূন্য থাক'। তাই, হয় আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে, নয় তাঁর অনস্তিত্বে, অথবা স্বীয় ধারণার সীমাবদ্ধতায়; হয় সমাজ-সর্বস্বতায়, নয় ব্যক্তি-সর্বস্বতায় অথবা উভয়ের ভারসাম্যে কিংবা আপাত প্রয়োজন তত্ত্বে—একটা কিছুতে বিশ্বাস অবশ্যই থাকবে, মানব মনে শূন্যতা বিরাজ করতে পারে না। অস্তিত্বমূলক হোক আর নেতিমূলক হোক বিশ্বাস মাত্রই মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করে; আর চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করে তার কার্যক্রমকে। তাই চূড়ান্ত পর্যায়ে, মানুষের কার্যক্রম তার বিশ্বাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে সংস্কৃতির মধ্য দিয়েও অভিব্যক্ত হয় মানব-মনের বিশ্বাস। তবে অন্তরের মনিকোঠা থেকে বিশ্বাসের আলোকচ্ছটা বাস্তবে প্রমূর্ত সংস্কৃতির মধ্যে প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত এ দীর্ঘ পথে তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতি ও বণ্টন ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যের রং-এ রঞ্জিত বিভিন্ন পর্দা অতিক্রম করতে হয়। তাই, বাইরে থেকে দেখলে সংস্কৃতিতে বিশ্বাসের অভিব্যক্তি এ সব রং-এ রঞ্জিত হয়েই প্রতিভাত হয়।

বিভিন্ন ধাতব পদার্থের মিশ্রণের মাঝে একটি চুম্বক-লোহার খণ্ড রাখলে, সেটা যেমন কেবলমাত্র লৌহ-কণাগুলোকেই আকর্ষণ করে টেনে নেয়, তেমনি বিশেষ কোন বিশ্বাসে সম্পৃক্ত মনও জড়-পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্য থেকে নিজের সহায়ক ও পরিপোষক উপাদান-গুলোকে বেছে নিয়ে শিল্প সৃষ্টিতে ব্যবহার করে। এ কারণেই ১৩৫০-এর মন্বন্তরে যখন কোলকাতার রাজপথে উলঙ্গ শবের সারি, অনাহারে কাতর-ক্লিষ্ট কঙ্কালসার জনতার মিছিল, বস্তি মহল্লায় অভুক্ত নারী ও শিশুর আর্ত চীৎকার ; আর তার পার্শ্বে ওয়ার কন্ট্রাক্টরদের নব-নির্মিত প্রাচীর শীর্ষে দেশী-বিদেশী ফুলের টবের বাড়াবাড়ি, রাতারাতি ফেঁপে ওঠা ধনী ব্যবসায়ীর উদ্যান-ঘেরা বাগান-বাড়ীতে রং-বেরং-এর আলোক-সজ্জা, আলো-ঝলমল রং-মহলার শরাব-সাকীর সমাবেশে নৈশ আসর গুলজার তখন সমাজের একই অর্থনৈতিক স্তরের দু'জন লেখকের একজন জীবনবাদী শিল্পে *art for lifes sake*-এ বিশ্বাসী হবার দরুন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন নগ্ন ফুটপাতে লুটিয়ে পড়া মৃতা মায়ের বুকে চড়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতৃস্তন পানে ব্যর্থ প্রচেষ্টার মর্মস্পর্শী রূপ এবং অন্যজন শিল্পবাদী শিল্পে *art for arts sake*-এ বিশ্বাস রেখে মুখর রয়েছেন, "চাঁদ-তারা-ফুল আর প্রেয়সীর চুল" নিয়ে। ঈদ উৎসবের ঘটনা অবলম্বনে একের তুলির আঁচড়ে ফুটে ওঠে উজ্জ্বল আলোর উদ্বেল আনন্দ-হাসি-গান আর শিরনী হালুয়া বিতরণের দৃশ্য, অন্য জনের তুলিতে ধরা দেয় দুঃখী পরিবারে অসুস্থা মা আর বেকার বাবার পদ-প্রান্তে বসে এক টুক্‌রো নতুন গামছা-না পাওয়ার ব্যথায় মুষড়ে পড়া কিশোরী মেয়ের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার করুণ ছবি। একই রাজপথের নিত্য দিনের পথচারীদের একজনের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, "একটি পয়সা দাও গো বাবু, একটি পয়সা দাও", অন্যজনের কণ্ঠ হতে রোমাঞ্চের শিহরণ জাগিয়ে নিঃসৃত হচ্ছে, "ভ্রমরের পাখনা যতদুর যাকনা—ফুলের দেশে" গানের কলি। পাক-ভারতে হিন্দু

সমাজে শাখা শিল্পের উৎকর্ষ এবং আজ অবধি তা টিকে থাকার মূলে রয়েছে বিবাহিত হিন্দু নারী-পুরুষের সম্পর্কের মাঝে শাঁখার পবিত্র ভূমিকা সম্পর্কিত ধর্মীয়-বিশ্বাস। তেমনি পাশ্চাত্যে আজ মেয়েদের জন্যে কারুকার্য খচিত (**formfit transparent**) পোশাক নির্মাণ পদ্ধতির যে উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে, তার মূলেও রয়েছে জড়বাদী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী মনের উগ্র ভোগবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গী—কাঁচের শো-কেসে সযত্নে নারীকে সজ্জিত করা লোভনীয় বিলাস সামগ্রীর মত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অসংখ্য মস্‌জিদ, মন্দির, গীর্জা ও বিহারে সুদৃশ্য অঙ্গ-সৌষ্ঠব, আঙ্গিক কাঠামো, স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রস্তরের ব্যবহার সব কিছুরই পশ্চাতে রয়েছে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস-জাত-ভক্তি। খোলাফায়ে রাশেদার যুগে শাসকেরা বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রীয় তহবিলের অর্থে ব্যক্তিগত ভোগের জন্য প্রাসাদ গড়া যায় না—তাই স্থাপত্য বলতে গড়ে ওঠে শুধু মসজিদ ও শিক্ষায়তন। দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো ও দিল্লীর সুলতানী আমলের প্রথম অধ্যায়ে শাসক মহল "আস-সুলতানো জিল্লুল্লাহ" বাদশাহ্‌ আল্লাহ্‌র ছায়া স্বরূপ, পৃথিবীতে সে সার্বভৌম, তবে প্রজাদের কল্যাণ সাধন তার কর্তব্য - এ নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। নিজেরা অবাধ ও আকণ্ঠ ভোগে নিমজ্জিত হয়ে থাকলেও তাদের হাতে তাই গড়ে ওঠে সে যুগের স্থাপত্যের এক বিরাট অংশ অসংখ্য মসজিদ-কেন্দ্রিক শিক্ষায়তন, নিজামিয়া মাদ্রাসা ও জামেয়ায়ে আল-আজহার। কিন্তু ভারতে মোগল আমলের গৌরবময় অধ্যায়ে "ওয়াহদাতুল ওজুদ" তত্ত্বের বিবর্তিত ধাপে "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" ধারণার প্রভাব বাদশাহ ও ওমরাহের মধ্যে প্রবল হওয়ায় জনগণের শ্রমের অর্থে তাদের ভোগোন্মত্ততা চরমে উঠে। তাই, তাদের কীর্তি তাজমহল, সেকেন্দ্রা, শালিমার বাগ, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম বিশ্ব-স্থাপত্যে অক্ষয় অবদান হলেও সে আমলে প্রতিষ্ঠিত কোন উল্লেখযোগ্য শিক্ষায়তনের নাম-নিশানাও ইতিহাসে মেলে না।

এ ছাড়া একই সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত একই আলোকরশ্মি বিভিন্ন কৌণিক অবস্থানে অবস্থিত কাঁচ খণ্ডের উপর পতিত হলে যেমন বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়, একই জড় উপাদানও তেমনি বিভিন্ন বিশ্বাসের রসে সম্পৃক্ত মনে বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়ে সংস্কৃতিতে তার প্রকাশ ঘটায়। বিশ্বাসের এই সর্বপ্লাবী প্রভাব সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে, যখন দেখা যায় সমাজের একই অর্থনৈতিক স্তরের দু'জন শিল্পী একই জড় পরিবেশের মাঝে দাঁড়িয়ে একই ঘটনার ভিত্তিতে রচিত শিল্পে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর উপলব্ধি প্রকাশ করেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের অবহেলিত গলিত লাশ দেখে কার্ল মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের **(Dialectic Materialism)** শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বে (Class struggle theory) বিশ্বাসী সুকান্ত ভট্টাচার্য জুলুম ও শোষণের অবসান কল্পে বিত্তহীন শ্রেণীর পক্ষে দাঁড়িয়ে বিত্তবানদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন :

প্রিয়ারে আমার কেড়েছিস তোরা
ভেঙ্গেছিস ঘর বাড়ী
সে-কথা কি আমি জীবনে মরণে
কথনো ভুলিতে পারি ?
আদিম হিংস্র মানবিকতার
আমি যদি কেউ হই
স্বজন হারানো শশ্মানে তোদের
চিতা আমি তুলবই ॥

আর আল-কোরানের পালনবাদী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ফররুখ আহমদ কোন শ্রেণী বিশেষের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ না করে বরং সকল শোষণ নিপীড়ন ও হানাহানির উৎস বিশ শতকীয় তথাকথিত সভ্যতার জড়বাদী জীবন-দর্শন-জাত উগ্র ভোগ-লিপ্সার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন :

হে জড় সভ্যতা
মৃত সভ্যতার দান স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে
পদাঘাত হানি
নিয়ে যাবো জাহান্নাম-দ্বার প্রান্তে টানি
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু দীর্ণ নিখিলের
অভিশাপ বও
তুমি ধ্বংস হও।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিশ্বাস মানুষের উপলব্ধি ও চিন্তাধারাকে বিভিন্ন পথে পরিচালিত করে এবং চলার পথে ভৌগোলিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতি ও বণ্টন ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যবোধ তাকে প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এ ভাবেই এগিয়ে চলে সংস্কৃতি, আর সেই সঙ্গে যেহেতু মানুষ কেবল পরিবেশের দাস নয়, অংশতঃ প্রভুও—ভিন্ন ভিন্ন জাতি গড়ে তোলে তাদের আপন আপন সংস্কৃতি।

সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত
এবং এভারগ্রীন পাবলিসিটি কোং, ঢাকা—১ হইতে মুদ্রিত।